দোয়েল পাখি
ফেরদৌস নাহার

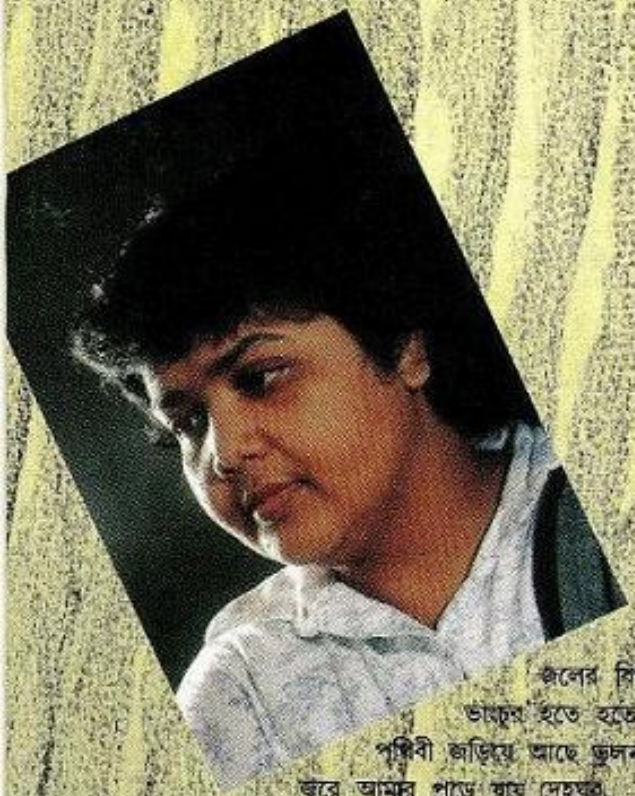

দেহঘর রক্তপাখি
জলের বিপুল শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে
ভাঙচুর হতে হতে জেগে উঠেছি অগ্নিময় রাতে
পৃথিবী জড়িয়ে আছে ছলনায়, ক্রোধপ্রেম, উদ্ধতঅহংকারে
ঘরে আমার পুড়ে যায় দেহঘর,
সকল কপাট খুলে উড়ে যায় রক্তপাখি…

দেহঘর রক্তপাখি

জলের বিপুল শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছে
ভাঙচুর হতে হতে জেগে উঠছি অগ্নিময় রাতে
পৃথিবী জড়িয়ে আছে ভুলনাম, ক্রোধপ্রেম, উদ্ধতঅহংকারে
জ্বরে আমার পুড়ে যায় দেহঘর
সকল কপাট খুলে উড়ে যায় রক্তপাখি...

দেহঘর রঙ্গপাখি

ফেরদৌস নাহার

[স্ব]
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

প্রকাশক
চর্যাপদ প্রকাশন
৪৮ কাওরান বাজার
ঢাকা ১২১৫

মুদ্রণ
সুদীপ্ত প্রিন্টার্স
নীলক্ষেত
ঢাকা ১২০৫

আলোকচিত্র
স্বপন সাহা

প্রচ্ছদ
ফারুক মুহম্মদ

মূল্য
৩০ টাকা

উৎসর্গ

তুমি তো একা নও
তোমার সাথেই আছে শতাব্দীর ছায়া
ব্যথা ক্লেশ বেদনার সুমন্ত ছবি
তোমার সাথেই আছে বিশ্বস্ত আঁকা

ফেরদৌস নাহারের প্রকাশিত বই

কবিতা
ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৮৬)
সময় ভেঙ্গেছে সংশয় (নিখিল প্রকাশন যৌথ সংকলন ১৯৮৭)
উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম (নসাস ১৯৮৮)
দেহঘর রক্তপাখি (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৯৩)
সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো (বিশাকা ১৯৯৬)
বর্ষার দুয়েন্দে (শ্রাবণ প্রকাশনী ২০০১)
উদ্ধত আয়ু (অন্যপ্রকাশ ২০০৯)
বৃষ্টির কোনো বিদেশ নেই (ভাষাচিত্র ২০০৯)
পান করি জগৎ তরল (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১০)

প্রবন্ধ
কবিতার নিজস্ব প্রহর (প্রত্ন ২০০২)

ফে র দৌ স না হা র

ক বি তা ক্র ম

চোখের কষ্ট জানুক জলের বিস্ময় ০৭
প্রাচীন গোলাপ ও ভালোবাসার চণ্ডাল ০৮
মাতামহ ও কাননবালার গান ০৯
চরিত্র বদল ১০
আমাকে উন্মাদ ক'র ১১
সভ্য ছোবল লৌকিক বিষ ১২
দেশলাই ১৮
সভ্যতার বিউগেল ১৯
মানুষ সরল সিদ্ধান্তের মতো সত্য ২০
সঘন পাপ ২১
আত্মচূর্ণ হৃৎদীর্ণ ২২
ওংকার ২৩
বিধুমুখ প্রেম ২৪
এরোড্রোম ডাকে, আয় ২৫
যে পারে দীর্ঘ খেলাঘর সেই গড়ে ২৬
আমার বিলাপ নিয়ে ২৭
২৮ গন্তব্য ছিল পূরবী সন্ধ্যা
২৯ লক্ষ্ণৌর মুখ এবং ওমরাওজান
৩১ তন্ত্রমন্ত্র
৩২ উজ্জ্বল বর্শা হাতে
৩৩ উন্মাদ অন্ধকার
৩৪ নগর বন্দনা
৩৫ চন্দ্রস্নান
৩৬ উদার উদ্ধার
৩৭ ফ্রেমের ছবি
৩৮ স্নেহে-আনন্দে সন্ধ্যায়
৩৯ মেঘের ওলান
৪০ নায়কের ছবি
৪১ দেহঘর রক্তপাখি
৪২ সুপশু অন্তর এক
৪৩ নীল অপেরা
৪৪ সু-পুরুষ
৪৫ কসাইখানার অন্ধকারে

চোখের কষ্ট জানুক জলের বিস্ময়

কাঁদাতেও জানতে হয়
অনেকেরই নেই এই বিরল প্রতিভা।
শূন্যঘাটের দিকে চেয়ে চেয়ে
যায়, কেটে যায় দিন ও সময়
সুনয়ন বেদেনির কাজল মরদ
ঝরঝর ঝরঝর ভীষণ বাদল
থৈ থৈ তলদেশ উগরে দিয়েছে যে
তার নাম নিতে নেই,
সুনয়ন সখী তুই কোথায় যাবি
কাজল মরদ তোর কোথায় পালায়
কার হাতে বেঁধে দেয় প্রাণের কবজ?

কাঁদাতে যে আসে তার কপালে ছোবল
নীল বিষ, নীল-নীল খানিক কালো
প্রতিভা বিকাশ হোক ঘূর্ণিবেশে
লুকিয়ে কান্না নয়, প্রবল বেগে
আকুলি বিকুলি জল ঝরুক এখন,
পাখি আছে পাখা নেই, তবু তো আছে
এরকম বিশ্বাসে না-যাক বেলা
কাঁদাতে যে এসেছে সে নিজেই কাঁদুক

অনেকেরই নেই সেই বিরল প্রতিভা!

প্রাচীন গোলাপ ও ভালোবাসার চণ্ডাল

আমি যখন ভালোবাসার কথা বলবো
কয়েক'শ কোটি বছরের প্রাণহীন দেহ নড়েচড়ে বসবে।
সেই তীব্র অহংকারে ধরিত্রী বাহু মেলে দাঁড়াল
নতুন দ্বীপের ঘ্রাণ নিয়ে এলো ভালোবাসার চণ্ডাল
খরখরে চোখ মেলে তাকাল ভেজা চোখের সন্ধান।

দুঃখ এবং প্রেম কে এখন আপন?
একদিন দুঃখকে ভয় পেতে বলে
নীরবে হেসেছিল সে, তারপর
ভালোবাসার মাঝে সঁপে দিল
সেই থেকে পরস্পর দ্বৈরথের লাগাম চেপে
ছুটছি, সীমাহীন জল-উৎসব ধরে
সেই থেকে টুকরো টুকরো রক্ত মগন।
কোনই প্রয়োজন নেই জীবন গাঁথায়
জীবনের অসতর্ক মুহূর্তে কারা যেন লোধ্ররেণু মাখে
পাল তুলে ভেসে যায় শতাব্দীর সখা।

আমার ভালোবাসা বাতাসে রুমাল উড়ায়
ঋণী হবার কিছু নেই- তার চে' উচ্চারণ
আবিস্কারের মন্ত্র শিখে দেখায় পৃথিবীর বুক
কেঁপে ওঠে কয়েক'শ কোটি বছরের প্রাণহীন দেহ
উঠে দাঁড়ায়, চলতে থাকে, যেতে যেতে
অন্ধকার ভেঙেচুরে ছিঁড়ে আনে প্রাচীন গোলাপ।

মাতামহ ও কাননবালার গান

আমি জানি আমার সময় থেকে তার সময়
বিস্তর ব্যবধানের অভিধান খুলে বসে আছে,
কেবল আমার নানাজানের অভিজ্ঞ শ্রুতি
আজও উৎকীর্ণ শুনে যায় কাননবালার গান
চল্লিশ দশকের সুর ভেসে আসে আমার পৃথিবীতে।

উত্তরবঙ্গের লালমাটির ঘনধুলায় মিশে আছে প্রেম
কাটিয়ে আসা কত না প্রহর, লালমনির হাট কিংবা
বোনারপাড়া- যে কোনো স্টেশনে ফেলে আসা কাননের গান
আজও তাকে পিছু ডাকে, জীবনের বহু প্রতীক্ষা
বয়ে গেছে কাননের গানকে সঙ্গী করে। যদিও
সে-সব আমি চোখে দেখিনি, শোনা কথা। তবুও
মনে হয় সে-সময় আমিও ছিলাম।

বয়ঃসন্ধিকালের কোনো একদিন একটি পেপার কাটিং
সহসাই পেয়েছিলাম নানাজানের পুরানো কাঠের ড্রয়ারে
ঈষৎ হলদে বর্ণ ধারণেও অনেক জীবন্ত ছিল সে-ছবি
আর সেই থেকে কাননবালার মুখ আমার হৃদয়ে
একটুও যায়নি বুড়িয়ে, স্থির সে-বয়সেই আছেন।

কাননবালা সুদীর্ঘ বন্দরের নাম, জলরেখা ছোঁয়া
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত জাহাজ-মাস্তুল
এক দুই তিন করে সবকটা জাহাজ গুণে গেলেও
আমি তার প্রথম-লগ্নের স্পর্শ পাব না কখনো,
অনেক অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের সুর
জীবনের ফেলে আসা সোনালি সুদূর প্রিয়-ভোর।

পুরানো রেকোর্ডে বাঁধা বনফুল-কন্যার অনিন্দ্য গান
এখন এই পূর্ণযৌবনে এসেও আমাকে উদাস ডাকে
মাতামহের অনাদি প্রণয়প্রীতি উদ্ধারে আনমনা করে।
এডিসনের গ্রামোফোনে কাননের পুরানো রেকোর্ড
দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে বাজে আর সে-দিকে তাকিয়ে
স্পষ্ট দেখতে পাই- নানাজান ধরছেন জড়িয়ে
প্রচণ্ড আবেগ আর পরোক্ষ প্রেমে কাননবালার গান।

চরিত্র বদল

নাম নিও না কেউ
নামের আকাশ নেমকহারাম গন্ধে ভরা
চাদর পেতে তারা ধরে কুড়িয়ে নেয় পকেট পুরে
নাম নিয়েছি হেঁচকি তুলে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে
যদিও তার মায়ের নামে বাপের নামে
গুণে গুণে মস্তসালাম
দিয়ে গেলাম,
নাম এঁকেছি রক্ত জুড়ে সংগোপনে
সন্ত্রাসী এই নামের ঘরে নেমকহারাম
আজ জেগেছে পাহারা দিয়ে এই শুভনাম।

আমি, মধ্যযুগের আদিম অবাক
মধ্যযুগের মৃত্তিকা খুঁড়ে পুঁতেছি পাপ
অবহেলা উৎপীড়ন, হিংস্রতা আর বাহুবলে
করেছি গ্রাস
ফুল পাতা আর লতাগুল্মের বেড়ে ওঠা
বদলে নিয়ে এই পরিচয় আস্ফালনে উঠছি কেঁপে
বদলে গেছে গোলাপ নামের ঘোর রূপবান।

আমাকে উন্মাদ ক'র

আমি যা ভালোবেসেছি তা অতিক্ষীণ প্রজাপতি
জানি, এই মৃত্যুস্পর্শী গাড়ি থামবে না কারো দরজায়
উদ্ধার উদ্ধার বলে ডাক দেবে না ষোলটি চোখের মনি
বিষ্যুদবার কোনোদিনই হবে না চন্দ্রবার জানি।

কোনদিন ভোরবেলা ডাকাতিয়া নদীপারে
ব্যক্তিগত নৌযানে আসবে না স্বর্ণরঙ ঊষা
অন্ধকার বালিয়াড়ি ধসে যায়, আঙুলের উষ্ণ নিচে
কেঁপে ওঠে আত্মার বাড়ি।
মাথার পারদ শুধু ওঠানামা করে
জ্বরের ঘোরে ডাকে ফলবতী বৃক্ষের স্নেহ
দুর্লভ জন্মের ভিতর গুঁজে দিয়ে আজন্মের ক্ষুধা
কুঁকিয়ে ওঠে নীল কালসিটেগুলো
স্পর্শের অন্তরালে জেগে ওঠে বেত্রাঘাত যত।

আমাকে পাগল ক'র ওগো নীল বেদনার রাজা
সুস্থির নাম ধরে চিহ্নিত শাস্তি দাও রেখে
নদীর উল্টো পাড়ে ওই দেখ হেঁটে যায়
নাড়িছেঁড়া সময়ের উদ্‌ভ্রান্ত বালক।

সভ্য ছোবল লৌকিক বিষ

আমরা দু'জন দু'জনকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছি
অথচ দেখ সে-ভালোবাসা নদীর জলে প্রবাহিত
আমরা দু'জন দু'জনকে ভালোবেসেছি
আহা! উহু! জলে ভিজ না খোকাখুকু
অথচ দেখ সে-ভালোবাসা নদীর জলে প্রবাহিত।

উল্টো দিক থেকে জাপটে ধরেছি
মূলত শূন্যতা গোগ্রাসে গিলি
অসম বিষাদ, অযুত স্বপ্ন
ধ্বংস হারাপ্পা, জীবন প্রশ্ন
সব একে একে গুণতে বসেছি
মূলত শূন্যতা একাগ্র গিলি।
জলের মতো আগুন খেয়েছি
প্রসাধন ভেবে আগুন মেখেছি
উপহার যেন আগুন দিয়েছি
এই সহবাস আগুনের মতো ফুলকি ছুঁড়ে
ফুলের সাথে বৈরিতা করে নিজের ভুলে
এক কঠিনেরে ভাঙতে গিয়ে আরেক কঠিন
মুখ ফিরে রাখে বনিবনাহীন বেশ্যার মতো।
মিথ্যে চাষাবাদ অন্যভাবে
জীবনের পাশে গড়াগড়ি খেয়ে
জানতে চেয়েছে-
মানুষ কোথায় লুকায় সত্য
কিংবা সততা অভিধান খুলে
কী পাঠ নিয়েছে এতকাল ধরে?

আমি,
মানুষের মুখে দিয়েছি চুনকালি
আমার তাতে কী, হি হি হেসেছি
হাসতে হাসতে ভূমিতে লুটিয়ে
পাথর তুলে তীব্র মেরেছি
দু'একটি পাখি মারা পড়েছে
দু'একটি ফুল সহসা ঝরেছে
দু'একটি নদী ঈষৎ কেঁপেছে
আমার তাতে কী
আমি তো মেরেছি!
বগল বাজিয়ে

আদিম নৃত্য করতে করতে
পথের দু'পাশে যত পথ ছিল
সব পথগুলো বন্ধ করেছি
জলে ভিজেছে জলের ন্যাকামি
এলোকেশে খুব হেঁচকি তুলেছি
গুন গুন গান গাইতে গাইতে
গাছের গুড়ি গুণতে লেগেছি
বদরাগী মেয়ে বদের হাঁড়ি
গাছও চেনে না পাথরও না
শুধুই চিনেছে শরীরের ঘাম
পুরুষ গন্ধ পাঁজরের হাড়
চিবিয়ে খেয়েছে মায়াবতী মেঘ
পাহাড়ের নাম আদরের স্রোত

কেউ যেন আজ লণ্ঠন তুলে
সুখ খুঁজে মরে রূপের বাজারে
ঝুপড়ি ঘরে গোপন করে
কে যেন দেয় টানা টুকুস।
আমি চিনি ওই বেকুব বেহায়া
শরীর পেলে দারুণ চালাক
আষ্টেপৃষ্টে বুলিয়ে দু'হাত
তখন কেমন বেহায়া বাচাল।
পাগলের মতো গন্ধ শোঁকে
এটা লাথি মারে ওটা টেনে ধরে
সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলে
ভদ্র পাড়ায় আগুন লাগে
গুহার প্রাচীরে ফাটল ধরে
আদিম পশুরা জাগতে থাকে।

আমরা দু'জন ভালোবেসে শুধু
সেই প্রথাগুলো ভাঙতে চেয়েছি
খামচে ধরেছি নতুন নিয়ম
অথচ সেও আধাসমাপ্ত
শেষটুকু তার হয়নি গড়া।
জলে ভিজ না খোকাখুকু আহা
তীব্র জলে শুধুই ঝামেলা
অকারণ বাড়ে রক্ত ঝড়ে
মুঠিতে স্বপ্ন দুমড়ে মুচড়ে
মিথ্যেবাদী হওয়াটা সহজ

আজ সবকথা প্রাচীন শোনায়
নিদ্রার ঘোরে কঠিন বাকল
জড়িয়ে ধরেছে শাপিত বক্ষ
শান্তিভ্রষ্ট লক্ষ্যচ্যুত
একটি জীবন প্রণয় পেয়েও
অভিশপ্ত অভিশপ্ত!

বিস্মৃতি বড়ো বিপজ্জনক
শীতবৃক্ষের ন্যাংটো শাখা
শাখা পড়ে আছে, পাতা নেই যার
সে-রকম লাগে বিস্মৃতি যেন
ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা
ভারী হয়ে জমে কুয়াশা-কাতর
অনুনয় আর অনুরোধ যত
কণ্ঠের কাছে রোধ হয়ে আসে
সে-সব লুকিয়ে কোথায় যাবে
কোনখানে পাবে গোলাপ স্বদেশ
জন্মভারে অবনত ভূমি
অবিনশ্বর হাতাহাতি খেলা
এ-সব ফেলে কোথায় যাবে
নরক পাবে না স্বর্গও দূর
এ-সব ফেলে যতদূরে যাই
তবু ভালোবাসা চেয়ে থাকে ঠাঁই
তার দৃষ্টি একটু নড়ে না
একটুও যেন পলক পড়ে না।

এই সেই গাছ
যেখানে বৃষ্টি বজ্জাতি করে
ভারী রাত্রির আলপনা আঁকে,
এই সেই দেশ
যেখানে তোমাকে ভালোবেসে আমি
মিথ্যেবাদীর পদক পেয়েছি
বিপজ্জনক স্মৃতির ফলকে
সে-সব আজকে লটকে দিয়েছি।
আমি যেন মেঘ চুল উড়িয়ে
বৃষ্টি নামক সৃষ্টি এনেছি
আধা সমাপ্ত নিয়মগুলো
এক এক করে শেষ করেছি
তা থেকে এখন অন্ধপাখি
খুক খুক করে কাশতে কাশতে

খ্যাপা দরগার কাছেতে গিয়ে
লুটিয়ে পড়ে সিঁড়ির ধারে
যা আছে এখন তাই দিয়ে ওকে
বাঁচিয়ে তোলো বাঁচিয়ে তোলো।

আমরা দু'জন যে প্রেম চেখেছি
সে প্রেম কিছু লোকাতীত নয়
বড়ো মানবিক শাশ্বত গাঢ়
শুধু তার মাঝে হিস হিস করে
সর্পসম বেহায়া দালাল
কোনদিন এসে না-দিক ছোবল
এই চেয়েছি এই তো চাওয়া!
চাইলে কী সব পাওয়া যায় বলো
তা থেকে এখন সৃষ্টি হচ্ছে
ভাঙচুর যত কুরুক্ষেত্র।
তোমাকে আমি দোষ দেব না
নদীকে সাক্ষী করেছ যখন
তখনই জেনেছি সব ভেসে যাবে
সবকিছু যাক- হৃৎসম্পদ
সেটুকুও কি বাকি রইবে!

এই আমি খুব আঙিনার ধারে
একটি বৃক্ষ পিলসুজে ধরে
গাফলতিতে তুলছি ঢেকুর
তখনো বুঝিনি বাতাসের জোর
গাণ্ডিব হয়ে আসছে ধেয়ে
এখন আমার গোপন ঘরে
ভীষণ জলের ক্রন্দন রোল
সবাই কেমন মিথ্যেবাদী
সবাই কেমন দেঁতোহাসি হাসে
বিব্রত সেই হাসির জন্য
সসম্ভ্রমে স্থান ছেড়ে দিয়ে
পালায় সময়।
যুদ্ধপাড়ায় মৃত্তিকা নেই
বিশীর্ণ হাড় কঙ্কাল ছাড়া
এই ভূ-ভাগ উঠছে দুলে
ক্রোধের ভারে আস্তে আস্তে
যিয়ন কাঠি, সোনার বাটি
হারিয়ে গিয়েছে উগ্রচণ্ডী
খা খা সীমান্তে।

নিজেকে এখন জ্ঞানত জানাই
যার যা খুশি নিয়ে যাক সব
আমার সময় ক্ষুব্ধ পাবক নিয়ে যাক সব
মিথ্যে ফলক শুধু পড়ে থাক
বিক্ষিপ্ত কবর জুড়ে।

পরমোৎসব কতদিন নেই
পরলোক আছে পশ্চিমে ঠিক
পূর্বাশা এক নদীর তীরে
পূজো দিচ্ছি বাঙ্গাল ভূত
অশান্ত কোন ক্রন্দনরোল
শুনে শুনে আজ মুখস্থ হয়
জন্মপাঠের অধ্যায়গুলো
খুব নাম করা, উন্নত নয়
তবুও মানুষ জন্মায় দেখ
শুদ্ধ জরায়ু খুলে খুলে পড়ে
মানুষ নামের লুপ্ত প্রজাতি
তাহার দু'চোখে চশমা এঁটে
শোকযাত্রা পালন ক'র।

একটি কবি রক্ত চাখে,
অন্য কবি ঘুমায় ঘোর
দু'জন দেখ-
দু'ধরনের ভুলে বিভোর।
ঠিকেদারি প্রথা মর্ত্যে এসেছে
এখন প্রণয় অন্যরকম
গাল ভর্তি দাড়ি নিয়ে
উস্কোখুস্কো ক্ষিপ্ত প্রেমিক
পদে পদে যার সুরার সখ্য
ফর্সা ফুলের চঞ্চলতা
পঙ্গু জীবন অধর বেয়ে
ঝরে পড়ে লালা, সস্তা সাহস
ভয় দেখিয়ে রাজ্য বিজয়
কল্কের টান দিগ্বিদিক
খোকাখুকু আহা ঝড়ে যেও না
আম জাম ফল কিছু পাবে না
বৃদ্ধাঙ্গুলি পেয়ে যাবে খুব
সস্তা এবং বস্তাপচা
পানপাত্রে অভ্যাস আছে

এটুকু জেনে জীবিত জীবন
খুব ঝাঁকি দেয় কাঁধের বাঁধন
সখের রাজা সখের উজির
পাত্রমিত্র সবাই কেমন
নেশায় ঝিমায় নৃত্যরত
লোহার গ্রিলে মাথা ঢুকে গেছে
তদন্ত তার পড়ে থাকুক
ঠিক সময়ের ঠিক জন্ম
বার বার করে চেয়েছ যখন
সমুদ্র চিনে এসো একবার।

আমি সবকিছু বদলে দেব
জয়ধ্বনির সাথে সাথে
দেব বদলে সবকিছু আমি
নব্যজীবন আহত পাখি
একটা কিছু করতে গেলে
জমে ওঠে হায় যতটা ফাঁকি
সবকিছু আমি বদলে দেব
পথের দু'ধারে জয়মাল্য
দু'হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেক
বিগত জন্মে যত পাপ ছিল
ধুয়ে ধুয়ে তা এগিয়ে যাব
এক লহমায় মুছে যাবে সব
সোনার শিকলে বাঁধা পড়া প্রাণ
উড়ে যাবে দূর ক্রান্তিতে,
উজার বর্ষা মাতিয়ে ভুবন
কত কিছু আছে চাওয়ার মতো
বিস্ফোরণের বিষচুমু দিয়ে
এঁকে দেব ছাপ নিজ হাতে।
ভালোবেসে আমি ন্যাংটো হয়েছি
মুখে মেখেছি অদৃশ্য কালি
সবার মুখে চুনকালি দিয়ে
এইবার দেখ তলিয়ে যাব
প্রথম দিনের মতো একবার
নতুন করে যদি সব পাই
এ-মাথা ঠুকে ফাটিয়ে দেব
মগজ ঠিকরে পড়ুক পায়!

দেশলাই

একটাকাতে
আটচল্লিশটি আগুন
আমার আঙুলে ঘোরে অগ্নিমগন
ইচ্ছে হলেই আজ জ্বালাতে পারি
ঘরবাড়ি অভিনয় ন্যাংটো ন্যাকামি আর
শহর নগর।
আমার হাতে এখন আটচল্লিশটি আগুন
সার্কাসে খেলা দেখায় প্রাচীন ক্লাউন
এক দুই তিন চার ছুড়েছে হারপুন
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে বেহায়া বামুন।

সভ্যতার বিউগেল

সন্ধ্যেবেলায় মাধবীর দেহে হেলান দিয়ে দাঁড়ালে তুমি
কেন দাঁড়ালে?
চোখের তারায় জুড়িহীন আকাশ দেখালে
তারপর মার্বেলের মতো গড়িয়ে দিলে দৃষ্টি তোমার
হাজার বছর ওপারে।
এবার আগামেনন তোমাকে বাসবে ভালো
শিখিয়ে দেবে বিজয়ের কায়দাকলা
যুদ্ধ শিল্প হবে, জুলিয়াস সিজার পরাবেন চুম্বন
বীর সম্মানে তুলে দেবেন স্বতন্ত্র শিরস্ত্রাণ
অত্যাধুনিক স্বরগ্রামে বেজে উঠবে সভ্যতার বিউগেল।

মার্বেল পাথরের শৈল্পিক সিঁড়িতে তোমাকে দেখা যাবে
কুর্ণিশের অজস্র বহর তোমারই দিকে হবে নত
মাধবী গাছের দেহে বিষন্ন হেলান দেয়া হে প্রেমিক
তোমাকে অর্ঘ্য দেবে পৌরাণিক রূপসী,
যুদ্ধবাজ বীরেরা পড়ে থাক একপাশে
পড়ে থাক পেশিবহুল অহংকার-
সন্ধ্যেবেলা মাধবীর বুকে যে স্পর্শ রেখেছ লিখে
তাকে খুব বাসবে ভালো অরণ্য-সুন্দর পাখি
দৃষ্টি তার গেয়ে উঠবে প্রেমিক পুরুষের গান
পৌরাণিক পাতা থেকে দলবদ্ধ কোরাসের সুর
তোমারেই দিকে যাবে নেমে
পাঁজরের হাড় খুলে গাঁথা হবে সুদীর্ঘ হৃদয়-নদী।

মানুষ সরল সিদ্ধান্তের মতো সত্য

আমি একজন মানুষের কথা জানতাম
যার বুকে গাঁথা ছিল তীক্ষ্ণ ধারাল বল্লম
আর সে ইচ্ছে করেই সেই বল্লমটা গেঁথে বেড়াতো
এভাবেই মানুষকে জানতে হয়।
কায়দা কানুন যত শেখা হলে পর
মানুষ আর মানুষ থাকে না, বর্তমান চেখে খায় ভবিষ্যৎ

আমার চোখ ছিল একটি প্রয়াত নদীর শোক
আর এখন তা বিচ্ছিন্ন হতে হতে
মরুভূমির প্রান্তরেখায় মিশে যায় ধু ধু।
কারো কারো শখের স্বভাব থাকে
পোষা পাখি, কুকুর বিড়াল এবং আরো কিছু
কেবল শখের অসুখ থেকে হাড্ডিসার
নাবালক ভুলভ্রান্তি সহসাই উঁকি দেয়,
সৌন্দর্য সভায় বসে হঠাৎ মনে হয়
ভীষণ কুৎসিত এবং অনেকটা ব্যাধিগ্রস্থ এসব
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে- জটিল বিভ্রান্ত সময়,
ছিন্নভিন্ন পরিচয় অস্পষ্ট আঁধারের পাশাপাশি
হেঁটে চলে। নির্লজ্জ অহংকার শব্দ করে হাসে
আর ঠিক তখনই
ওই বল্লমটা শক্তমুঠিতে ধরে ভয়ঙ্কর চিৎকারে
মানুষের পরিচয় ত্রিলোক কাঁপিয়ে জেগে ওঠে!

সঘন পাপ

জঘন্য!
জিহ্বায় জ্বলছে জ্বলন্ত জবান, জীবনের জ্যান্ত জঞ্জাল
জাহাজে উড়ছে জয়ের পতাকা, জঘন্য!
যুদ্ধ ফেরত জীবিত মানুষ উল্লাস করে, জঘন্য!
জীবজন্তুর ছবিতে ভরা জোকার যখন
একটু একটু গিলে ফেলে কোনো আহত স্বপন
জঘন্য!

একি বিষ ছিল, একি বোকা ছিল নয় চালাক খুব
একি চিড়িয়াখানার পাখপাখালি বন্যসুর
মাথা থেকে ঘাম, ঘাম থেকে জ্বর
কাউকেই আজ দেব না সুযোগ
কেউই পাবে না স্বপ্নঘোর।
ফুরিয়ে গেছে, বুকের কামড় তবু কেন ডাকে
জঙ্গলে চাঁদ, বেতসপাতা মায়াবী দু'চোখ রক্তসাজ
নদী ও জলের বুদ্বুদে আঁকা ঝড় তুফান
বিলাপ এবং ভর-সন্ধ্যার সঘন পাপ
জঘন্য!

আত্মচূর্ণ হৃৎদীর্ণ

মনে পড়ছে
বৃষ্টিভেজা কুয়াশা ঢাকা নীল বেদনার শান্ত কোরক
আকাশ আকাশ অলিঙ্গনের পান্থ দু'চোখ মনে পড়ছে
মনে পড়ছে হে দ্রাঘিমা
ঘর ছেড়ে মন বাইরে গেলে ভীষন কোনো হট্টোরোলে
ভেঙে পড়ে চোখের তারা
কাতর এবং সবিস্ময়ে এই পৃথিবীর বুকে লাগে
প্রাণ প্রদীপের আলোকমালা
ঘরে ফেরার পালা এলো ঘরে ফেরা
আমার হাতে খিড়কি খোলার শব্দ হলো
তখন সুদূর দুয়ার থেকে কণ্ঠ এলো-
দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো বন্যাধারা
সুনিদ্রা থাক পথে পড়ে, এই আমাকে
জড়িয়ে রাখ নিবিড় বুকে।
দুয়ার থেকে খিড়কিগুলো অনেক দূরে
আলো এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে
অহংকারে বদ্ধপাগল নাচছে সাথে
মনে পড়ছে তারুণ্য আর সেই অধিকার
উদ্ধত চোখ কাতর হলে কেমন দেখায়
কেমন দেখায় মনে পড়ছে সে-সব কথা
এই নীলিমা ছাড়িয়ে এখন নাইবা পেলে
নাইবা পেলে অনিরুদ্ধ বাল্যবেলা
আমার কেবল মনে পড়ছে তার সে-কথা
বৃষ্টিভেজা কুয়াশা ঢাকা নীল বেদনার শান্ত কোরক
আকাশ আকাশ আলিঙ্গনে পান্থ দু'চোখ।

ওংকার

যে চলে যায় সে রেখে যায়
আপনার বিত্ত-বৈভব ধু ধু হাওয়া
পোড়া মাটির জ্বলন্ত ওংকার।

যে চলে যায় সে বলে যায়
সংসারের এইতো নিয়ম
বৃত্ত ভেঙে দেখা দেয় দৃঢ় অহংকার।

সাজানো জীবন ধায় সাজসজ্জাহীন
আগুনের নামান্তর এঘরের বিশাল আয়োজন
আপ্রাণ অংক কষে ফলাফলে শূন্য ধরে রাখে
চলাচলের তপ্ত হাওয়া পাথর পায়ে
দেখায় আমূল ঘ্রাণ সৌখিন নাচে
সময়ের কষ দিয়ে লেখা হয় উদ্ধত টংকার।

যারা চলে যায় তাদের সুবাসিত চন্দন
বুক ভরে টেনে নিয়ে হু হু জেগে ওঠে প্রাণ
শরাঘাত, জীবনমুগ্ধ এক জাগতিক হুংকার।

বিধুমুখ প্রেম

আলোর ঐশ্বর্য থেকে একবিন্দু রক্ত
দূরত্বে দাঁড় করিয়ে দেয় বিধুমুখ প্রেম
হে আমার তুমুল প্রেম- বৃষ্টিময় ভালোবাসা
মরুভূমির ক্যাকটাস কাঁটায় খুঁচিয়ে তুলি
হৃদয় রাজ্যপাট
নিস্বর্গের বোতাম টিপে ভরে নেই রক্তরস সুধা।

স্মরণ সয় না বলে অবেলা ফিরে আসে কাছে
কোলাহল জাগবে যেদিন বৃষ্টির অসহ্য সংবাদে
ছিঁড়ে যাবে প্রাচীন অন্ধকার
মায়া দিয়ে বাঁধা থাকে স্পর্শের দ্যুতি
রক্তস্বর্গ নিয়ে কেউই তখন হয়তো
গড়বে না অমূল্য পংক্তিমালা, প্রবচন কথা
নিজস্ব বিভায় দাঁড়িয়ে তুমুল প্রেমে ভিজে
মনে করতে চাই- কে আছে
কোথায়বা রাখা আছে সবুজ মরণ!
মরুভূমি বয়ে যায়, বেলা বাড়ে রোদ নাচে
ক্যাকটাস বুকে করে হেঁটে যায় গোপন আঁধার,
থাক, ওইখানে পড়ে থাক কটি কাঁটা
কয়েক ফোঁটা রক্তের কালচে রেখা
বিধুমুখ প্রেমময় এবার সাজাও চোখ
আমাদের মরণের হয়েছে সময়।

এরোড্রোম ডাকে, আয়

মানুষের একধরনের কষ্ট আছে, যে কষ্ট লবঙ্গলতিকার মতো বেড়ে ওঠে দেখা যায় না। আজ এই বৈশাখ শেষে নিদাঘ প্রহরে রাজপথের কালো বুকে আমি সেই কষ্ট দেখি। অসংখ্য গাড়ি রিক্সা অটো বাস ট্রাক তাকে পিষে যাচ্ছে, আমিও গেলাম। বিংশ শতাব্দীর ভুল ভরা বাতাসে প্রতিদিন নিঃশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হয় আমার। এই সময়, নিষ্ঠুর সময়, কেবলই গিলে খায় সুন্দর সৌন্দর্য সত্য সুখ শুভ। আমার চোখের পাতায় তাই ব্যথা, আঙুলের ডগায় তীব্র ব্যথা, ব্যথা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নিদারুণ নীলব্যথা। নিজের গড়া এই পৃথিবীকে ভুল পৃথিবী বলে মনে হয়। অষ্টপ্রহর চাবুক পড়ছে। শখে চাবুক, রুচিতে চাবুক, তৃষ্ণায় চাবুক, ভালোবাসায় চাবুক। নিজের শিকড় তাই সমূলে উপড়ে ফেলতে চাই। এই বুকের ভেতর যত সুন্দর ছিল, সুর ছিল, কবিতা ও গান ছিল, রঙ ও প্রকৃতি ছিল, সব যেন কোনো এক ঘুনপোকা কেটে চলছে একটানা। আর সে-গুলো তুষের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পড়ছে ঝুর ঝুর। লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে ফুঁসে উঠছে সমুদ্রের জল। আমি যেন ক্রমশ পাথর মানুষ হয়ে যাচ্ছি। যে মানুষ কোনোদিনই দেখবে না আকাশ, চাইবে না সাগর, বাসবে না ভালো কোনো মানুষের চোখ। বরং এক ছন্নছাড়া বাতাসে ভর করে ভেসে যাবে বধ্যভূমির দিকে। কী আছে তার! ইতিহাসের বন্দি প্রতিশোধগুলো আমাকে লক্ষ্য করে চেয়ে আছে। আকাশ ভরা চন্দ্র-তারা তবু আমার দিকে তাক করে আছে আততায়ী অস্ত্র। ঢাকার আকাশের এই অবিরাম রূপবদল, এই রোদ এই যেন কালোমেঘ। অসহ্য বেদনায় ছিঁড়ে ফেলতে চায় প্রকৃতির শরীর। দুঃস্বপ্নেরা নিঃসংকোচ উড়ে গেল বাংলাদেশের উপর দিয়ে। আমার আর পুরোপুরি কোনোদিন ভালো হওয়া হবে না জানি। সন্দেহহীন স্বতঃস্ফুর্ত মরে যাওয়া কোনোদিন হবে না জানি। আত্মায় সন্দেহ, প্রকৃতিতে সন্দেহ, উন্মোচনে সন্দেহ, দর্পণে সন্দেহ। এইযে এত অসংগতি- এই কি জীবন! মানুষের কষ্টেরা মন্ত্রবীজের মতো ঢুকে পড়ে গহন অলিগলিতে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দৃষ্টি গলে যায় সংঘাত সন্দেহে। ভুল প্রতিশোধে শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে আসে। পিঠের উপর অনাদিকালের বোঝা। ঝুঁকে যাচ্ছি দিন দিন নুয়ে পড়ছি। রক্তবীজের এই ঋণ কোনোদিন শোধ দেয়া হবে না জানি। আর তাই প্রতিশোধ বার বার ফিরে আসে কষ্টের এরোড্রোমে একা।

যে পারে দীর্ঘ খেলাঘর সেই গড়ে

আড়ালে থাকিস কেন সামনে বেরিয়ে আয়
ঝিনুকের বুক খুলে মুক্ত নিংড়ে আন
ঝড়ের আভাস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আয়
আকাশ উজার করে বৃষ্টিকে ধরে আন।

আমার প্রার্থনা বিপুল জলের মতো
তোকেই ছুঁয়ে যাবে জীবন-আজীবন
চোখের বিশাল গৃহে মৃত্যুর হলিখেলা
এসব দেখে দেখে তুইও বুঝতে শেখ
মানুষ মাটির ঘ্রাণ বুকের মধ্যে রয়
বুকের মধ্যে রয় জগৎ সবিস্ময়!

পাগল সময় যায় পাগলের মতো ধেয়ে
বার বার ভুল করে ভালোবাসা শিখিয়ে
ফিরে যাওয়া হবে নাতো কখনই সে-গৃহে
অথচ আড়াল থেকে নিঃশ্বাস চেপে রেখে
তুইও জোরসে হাস, আকাশ ফাটিয়ে দে!

আমার বিলাপ নিয়ে

জ্বলে যায়
অসহ্য এই দিনযাপন
ভালোবাসার নিকুচি করি
বিভৎস আদিম সংঘাত দ্বন্দ্ব
আমি চিনি না এই মানুষের ব্যবহার
একটু অন্যরকম, এলোমেলো অজানা অব্যয়
মূল্যহীন শ্বাস প্রশ্বাস গোপন আঘাত আঘাত অক্ষয়
তোমারা পাথর দিয়ে এ'কোন খেলা খেলো
টুকরো ব্যথার ঘায়ে জ্বালা জ্বালা ফুঃ
বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছি ভালোবাসায়
জ্বলে যাক তবুও দেখাব
দেখ, পাখি উড়ে যায়
পুড়ে যায়!

দেখব কে
জন্মদিনের আলোতে
চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে
মনিবন্ধের রগে ঢোলক বাজায়
সবভুল ঝড়ের অক্ষর লেখে- সবভুল
শব্দের দাপাদাপি অরক্ষিত আকাশ আলো
উধাও প্রাণের টানে ছুঁয়ে দেখছে রোগাক্রান্ত দেহ
এইরোগ আজও নদীর জলে শুদ্ধ হয় জেনো
এইদেহ পবিত্র কাঁথায় জড়িয়ে নিয়ে
ঘুম যায়, চুম খায়, গাঢ় কণ্ঠে
ডেকে বলে, অভিশাপ নে
ভালোবাসা শুনে যা
অভিশাপ তোকে!

গন্তব্য ছিল পূরবী সন্ধ্যা

লুকিয়ে ফেলেছি মুখ, গোপন করি
নিজেকে লুকোবার কষ্ট কতটা জানো?
পাখা থেকে পালক কিংবা গান হতে সুর
পড়ে গেলে আজও চমকে ওঠে হৃদয়
নির্ভেজাল সমীকরণ কখনোই হলো না।

কেবলই মনে হয়, একটা আবছা আঁধারে
তোমার মুখ দেখেছি আমি অথচ
আলোর মাঝে বসে এখনো অবিশ্বাস জাগে
তোমাকেই দেখেছি আমি।
ভালোবাসার কাব্য উড়ায় ধুলিঝড়
তোমাকে মনে পড়ার এই কি সময় হলো!

তোমাকে মনে করার এইতো সময়।
আমি জাগছি, জাগতে জাগতে দেখ
চোখের উপদ্বীপে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো
বিশ্রাম ভুলে গিয়ে কে যেন ডাক দেয়
দূর ঘন বৃষ্টির ভেতর।
তোমার মুখের মায়া ভেসে যায়
আবছা আলোর মাঝে চিরকাল অন্ধকার
তোমাকে ভাঙে।

লক্ষ্ণৌর মুখ এবং ওমরাওজান

(ভারতীয় চলচ্চিত্রকার মুজাফফর আলীকে)

এই মুহূর্তে লক্ষ্ণৌর কোমর ঘেষে গোমতি এসে থামল
মধ্যরাত- তুখোর শীতার্ত আকাশ, চুপচাপ বাতাস
থেকেও না থাকার মতো নিঃশ্চুপ নবাবি স্টেশন গ্রাস করে আছে
খুব ভালো লেগে যায়,
যদিও কোনো ওমরাওজান এসে নম্র ভঙ্গিমায়
সালাম জানিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেননি, তবুও ভালো লেগে যায়।
রাত তার স্বভাব বশতঃ সঘন, হেঁটে যায় দূরে
চারবাগ স্টেশনের হৃদয় ভরে আজ ইতিহাসের খেলা,
যেইমাত্র মাটিতে রেখেছি পা
পদশব্দে জেগে ওঠে ভূমি, জাগরণের জীবন্ত ইতিহাস
এখানে ছড়িয়ে আছে দৃঢ় সুর আর সংগ্রামের নোনা শ্বাস
মানুষ তার কতটুকু জানতে পারে বলো!

পুরানো ইমারতের সোঁদা গন্ধ টেনে নিয়ে বুকের খাঁচায়
সমস্ত উদাম করে দেখায় সে খাঁচার হাড়।
কখনো হুসাইনাবাদ, কখনো হযরতগঞ্জ বা আমিনাবাদের পথে
ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটে চলা মুঠো মুঠো তুলে নেই সোনালি ধুলো
রুমি দরজার বুক চিড়ে এগিয়ে যাচ্ছে কোনো সবিস্ময় প্যারেড।
ভেসে আসে শতাব্দীর সুললিত সুর
হাঁটছি মখমল অনুভব দু'পায়ে লেপে
সাধারণ সব কোলাহল পিছনে ফেলে ভেসে আসে
খৈয়ামের অনিন্দ্য গজলের ধুন-
দিল চিজ কেয়া হ্যায় আপ মেরি জান লিজিয়ে...

অবয়বের বিশুদ্ধ আঁধারে কে যেন জলজ স্পর্শ রাখে
আমার পাগল চোখ খুঁজে মরে
আলবিদার সুরে সুরে লৌহ মৎস্যের চক্রপাক
সীমাবদ্ধ বেষ্টন ছেড়ে এই বোধ ছড়িয়ে পড়ে
নগর সভ্যতার ইতিহাস ভেদ করে।
ফুল আর কবিতার নেশাধরা মৌতাত আমাকে অন্ধ করে
শুষে নেয় সবটুকু, আমাকে বদ্ধ করে রঙের ছটায়
বাগান বিলাসী নই তবুও গোলাপ ফোটে
তবুও হৃদয়ে লাগে পুষ্পের ঘা।

নবাব আসাফ-উদ-দৌলা আজ নিজ হাতে বিলান মমতা
ইমাম বাড়ার উদার চৌকাঠে জেগে উঠি শিহরণে খুব!
অনেক দেখেছি আমি, কিছুই দেখিনি তবু

ইতিহাসের ঝাঁঝাল গন্ধ
বুক ভরে টেনে নিতেই নাভিতে আঘাত করে,
রেসিডেন্সির সুশোভন আঙ্গিনায় বেজে ওঠে স্বাধীনতার নাকারা।

সন্ধ্যার ধোঁয়াটে শহর, নবাবী আমেজঘেরা মহলবাড়ি
টেনে নেয় ঐতিহ্যের ঘোরলাগা গৌরব দিনে
জীবনের বুনে চলা চিকেন নক্সা হতে উঠে আসে সহিষ্ণু উত্তাপ।
আমার দু'কান কেবলই আশ্রয় করে গজলের উদাত্ত আহ্বান
শানদার জলসার রঙিন আলোয় ওমরাওজানের বুক
ভেঙে আসে শোকে, চোখ তার গুঁড়ো গুঁড়ো কাচকান্না ঝরিয়ে
আকুল চেয়ে দেখে বিংশ শতাব্দীর কোনো অস্থির উপাসক
ঘুঙুরের শব্দ খুঁজে নেমে যায় গভীর প্রদেশে। আর সে
সেখান থেকে কুড়িয়ে নেয় লক্ষ্ণৌর মুখশ্রী
বিজয় আর বেদনাছোঁয়া অসম্ভব মাদকতা।

নবাবের উত্তাল হাতে উঁচু করে তুলে ধরা সুরার পাত্রে
ঢুলছে লক্ষ্ণৌর মধ্যরাত আর ভেসে যাচ্ছে
সমস্ত ঐতিহ্যের আকণ্ঠ উচ্ছ্বাস!
ইতিহাসের বুক জুড়ে তখন বেগম হযরত মহল আর
ওমরাওজান একসাথে পা ফেলে নেচে ওঠেন।

তন্ত্রমন্ত্র

প্রতিদিন ভাবি, কিছু না কিছু উজ্জ্বলতা জ্বালিয়ে দেব
প্রতিদিন ভাবি, কিছু না কিছু নিষ্ঠুরতা পুড়িয়ে দেব
যে-মতো ভাবা সে-মতো কখনো হলো না কিছু
সাজসজ্জা, লম্ফঝম্প মনের মতো হলো না বলে
তুমি যাচ্ছ ইষ্টিশনে, আমি শ্মশানঘাটে।

পুড়ছে এখন চৌদ্দটা চোখ, জল আহুতি তীক্ষ্ণ প্রহর
পথের ধারে ধুলো ছিলাম, তালির তালে পক্ষী ছিলাম
মন-পবনের বৈঠা মেরে হারিয়ে ছিলাম দূরে
বিস্মৃতি নয় প্রবাহ নয় তুমুল লঙ্কাঝড়ে।

আজ কিছুকে আপন ভাবা হয় নারে ভাই
টলকে গেছি,
আকাশ আকাশ হামাগুড়ি দক্ষিণা দাও হাতে
স্বভাব বদল পোশাক বদল বাজিমাতের খেলায় পাগল
আস্ত সূর্য খণ্ড খণ্ড লণ্ডভণ্ড করে
কে দেখ খায় খুব সহজে কাঁটাচামুচ গেঁথে।

প্রতিদিন ভাবি, কিছু না কিছু রেখে যাব পাতে
তা কি আমার হলোরে ভাই এই জীবনের ঘরে
পুড়ছে যখন পুড়ুক তবে আঁধার আলো করে
চুলোর আগুন চোখে করে অরণ্যকে বলি,
‘সর্বনাশী সে-সব কিছু শিখে ছিলাম নাকি
চাষাবাদের তন্ত্রমন্ত্র ভাঙা ঘরের হাসি
তুই যে বড়ো অহংকারে ফসল বুনতে গেলি!’

উজ্জ্বল বর্শা হাতে

জানালার পাশে কেউ নেই, ছিল না ভাঙচুর
খেলাঘর উৎসব,
নির্জন বাতাসের শিশুঢেউ চিরহরিৎ বেদনার
গলা ধরে কাঁদে।
কেনরে সিঁড়ি ভাঙিস, কেনরে সূর্য ধরিস
হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বদলে নিস দীর্ঘ উদীচী।
মানুষের সঙ্গী নেই, গাঢ়স্বর মহুয়ার ডাকে
এখনো এমন কেউ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে,
মাঝরাতে ঘুমস্রোতে লুণ্ঠনের মর্মধ্বনি সাথে
ছটফট করে মরে রাত্রি উদ্‌যাপনে,
ছায়াসুখ সূর্যের তোরণ খুলে যাবে যদি যাক না
সরে যাক অদ্ভুত বেলা ঈগলের তপ্ত পিঠে
নিঃশ্বাস ফেলে।
উষ্ণ অশ্রুপানে টুপ টাপ ঝরে পড়ে বিষগ্রস্থ দেহ
অন্ধকারের তীক্ষ্ণ ঠোঁট খুঁটে খায় রক্তদানা
দাউ দাউ নগ্নতা উন্মাদ আকর্ষণে খুঁজে পায়
মস্তিষ্কের নীল নীল দাহ-
ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল বর্শা হাতে
ক্রমশ জেগে ওঠে ব্রহ্মচারী ঘাতক।

উন্মাদ অন্ধকার

মানুষ কেন আদিম স্তব্ধতায় অন্যরকম হয়ে যায়
কেন মানুষ স্বপ্নের পারিজাত দু'ঠোঁটে চেপে
দু'হাতে ছানে কুণ্ঠিত বিষ
একটা সরল সুতোর উপর একাগ্র গায়কের নিষ্ঠায়
জীবন গাইছে গান ভারসাম্য বজায় রেখে।

এই উন্মাদ অন্ধকারে খুব চুপচাপ হেঁটে
পৌঁছে যেতে চাই উৎসবের দেশে
ভোরবেলার কাঁচা দেহ আড়মোড়া ভাঙে আর
মহৎ ভঙ্গিমায় অভিবাদন জানায় পৃথিবীকে
আকাশের আনকোরা বুক জুড়ে তখন
পৃথিবীর পরমায়ু স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে।

অন্ধকার মানুষকে চিনতে সাহায্য করে এবং
অন্ধকার নিজেই চমকে ওঠে! ভয়াল ক্রুদ্ধতায়
অন্ধকার লৌহ যবনিকা পাঠ করে চলে বলে
অন্ধকার আলোর বিপরীতে মুখ টিপে হাসে

যে স্তব্ধতা দিনরাত ঊর্ধ্বগামী ফসলের চোখে
নির্লজ্জ ছাপ রেখে যায়, তার দেহ বিষাক্ত
মানুষের অন্ধ বিলাপ হয়ে রাতদিন ঝরে।

নগর বন্দনা

তুমিও একদিন এই অলৌকিক শহর ভালোবেসে
ভালোবাসবে শিশু, নারী, প্রেম
বিষয়জ্ঞান রেখে এখন খুঁজছো কেবল নিশ্চিত আলিঙ্গন
ঘন ঘন নিঃশ্বাসে কুড়িয়ে নিচ্ছ দ্রুত ভাবনার দ্যুতি।

এই রাজপথ উদাস দিয়েছে ডাক নাড়িতে এখন
ঘটনার বেগবান রহস্যে অম্লমধুর প্রেম
সাজিয়ে তুলেছে প্রিয় ঘর-বাড়ি-বাসর,
তোমার অবহেলা পেয়ে পেয়ে
যে নারী কেঁদেছে বহুবার
আজ রাতে তারই বুকে মুখ লুকিয়ে
ঘুমায় তোমার প্রেম
ঘুমায় তোমার যত অদেখা নিশর্ত
শিশুতোষ স্নেহ।

বাতাসে উড়িয়ে চুল ভালোবাসা খুঁজে খুঁজে
এ-শহর ক্লান্ত যখন
রাঙতায় মোড়ানো হাত নিপুণ আতিথ্যে
তোমাকেই দিয়ে গেছে ডাক
বুক জুড়ে লিখে গেছে প্রকৃতির ঘ্রাণ,

আজ তাই অলৌকিক মনে হয় সব
সব শিশু আত্মজ আর সব নারী প্রেম
শৌর্য সৌন্দর্যে অস্থিমজ্জা জুড়ে
অমরতা দেখা দেবে আজ
উষ্ণ উত্তাপে গলে যাবে দূরের আঁধার
এ-শহর ভালোবেসে তুলে দেয় সাজানো আকাশ।

চন্দ্রস্নান

এ আমার কষ্ট কুড়ানো ফুল্লমালার রক্তরাঙা অগ্নিগিরি
এ আমার ঘুমভাঙা চোখ নীলাভ ব্যথার শান্ত সিঁড়ি
ওইদূর বনের বুকে এঁকেছিলে ঘোর অপরূপ
লাবণ্যময় টইটম্বুর ছন্দ সাঁতার
কৃষ্ণপর্দা তুলে আলগোছে ধায় স্বপ্ন-পুরুষ।

এখানে দুঃখ-নদী দেয় পাহারা রক্ততিলক
গেরুয়া বসন গায়ে কে চলে যায় দিগন্তরে
আজকে ধরে রাখ সুমিষ্ট জল এ-অন্তরে
সামনে চেয়ে দেখ কী অপরূপ কাঁটার অসুখ

ও আমার শুদ্ধ সূরুয জ্যান্ত ফুলের আনন্দ পাপ
তোমাকে ভুলে যাব কে দেয় বলো এই অপবাদ
আমি কি চমকে উঠি স্বপ্ন দেখে অন্ধ-ভোরে
দু'হাতে আগলে রাখি চলাচলের ক্ষুব্ধ পাথর
যদিও ছন্নছাড়া অশোক তলায় চুমুর আদর
পুড়িয়ে দিচ্ছে সময় অসহ্য এক সহ্য-কামড়

মাতাল মাতাল আলোছায়ায় যাচ্ছে ঝরে অখণ্ড রাত
এখনই বসতে হবে বুক কাঁপানো জ্যোৎস্না জুড়ে
জঙ্গলে চাঁদ।

উদার উদ্ধার

যে স্নিগ্ধ ঠোঁট আমাকে চুমু খেয়েছিল সে-ঠোঁট দূর দিগন্তের পারে
সে এখন বুকের ভেতর খুব সূক্ষ্ম ব্যথায় টান টান হয়ে বাজে
স্পর্শ তিমিরে আছে যজ্ঞের উত্তাপ আর কিছু পুণ্যময় প্রান্তরেখা
অনন্য প্রলয় থেকে সঘন সূর্যস্নান জ্বলন্ত আকাশে দেয় দেখা
জয়ধ্বনি দিতে দিতে স্বেচ্ছাচার সবুজ মাঠে-ঘাসে বৃষ্টি ডেকে আনে
অখণ্ড অহংকার বৈকুণ্ঠের মালা গলায় দিয়ে ভালোবাসা জপে
কত যে কষ্ট হলো কেউ তা বুঝবে না, কেউকেই যাবে না তা বুঝানো
মৃত পাখির পায়ে চুম্বন করে বলি- উড়ে যা সুদূর ধুসরতায়
রোদের দুপুর খেয়ে ভ্রাম্যমান এইদেহ যেভাবে ঘরে ফিরে আসে
নিঃশ্বাসের সুখময় আদরে তুইও তেমনি ফের বিশুদ্ধ নীড়ে
এলোমেলো পথচলা পাথুরে ছলনা রেখে বৃষ্টিভেজা জন্ম নে তুলে
মৌসুমি নম্রতায় চুমুর অরণ্যে কার নিঃশ্বাস লেগে থাকে যেন
খুব বেশি আনমনায় নাগরিক সভ্যতার অসংলগ্ন সিঁড়িতে
পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি সূর্যোদয় দেখব বলে, সুতীব্র বেঁধেছি প্রণয়
এই সমুদ্র গর্জনে উঁচু রোদে আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে
জয় না পরাজয়, প্রেম না অপ্রেম, আলো না অন্ধকার- কিছু জানি না
যখনই ঘেমেছে পা পথের ধুলো এসে জাপটে ধরেছে ঋজু ব্যথা
সেই থেকে কী ভীষণ অনাবিল ইকাবানা বিলাসে জন্মান্তর খুঁজি
আমাকে দিয়েছ ঠোঁট, কামড়ের সুতীক্ষ্ণ স্তব, ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ
এবার উজার ক'র উজ্জ্বল শ্বাসরোধ গড়ে তোল তীব্র আলিঙ্গনে
জেগে উঠুক মিলনের নির্ভরতা চূর্ণ হোক ব্যবধান বিহ্বলতা
তৃষ্ণার পাড়ে পাড়ে জীবনের জিহ্বা খুঁজে পাক সুপেয় জলের স্রোত
অলৌকিক বেচাকেনা এইবার মূর্ত হবে লৌকিক প্রণয়ের কাছে
আমাদের আলিঙ্গন মুখোশের সভ্যতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেপরোয়া
উঠছে জেগে পৃথিবীর প্রস্তর ফটকের সামনে ঝড়ো-যন্ত্রণায়
এবার তাহার পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাই উদার উদ্ধার শেষে।

ফ্রেমের ছবি

তোমাকে সাজিয়েছিলাম
ঠিক সাজানো নয় বসিয়েছিলাম
চৈতন্যে শিরায়, আরামে যন্ত্রণায়
হাসি কান্নায়, অসীমে মৃত্তিকায়।
এখন একটু আগে ভেঙে ফেলেছি চোখের তারা
ও মণিময়, একেই কি বলে ঊষালোকের ছবি
অলৌকিকের আপন ঘরের বিচূর্ণ হাসি!

ঘর নেই তাই ঘরের ভেতরটা বুক খুলে ডাকে
আমার যাবার সময় নেই
তোমাকে সাজিয়ে দিলাম- তুমি যাও
ও মণিময়, মনিবন্ধে বাঁধা আছে অসময়ের ঘড়ি
জ্বলতে জ্বলতে যে ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম
সেখানে উধাও সূর্য জ্যোৎস্নালু রাত
আফিমের ঘোরে নাচে মাদল বাজায়
গুহার শীতল বুকে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি
কাঁপছে হাঁটছে তবু দে দোল সতী
সাপের ঝুড়িতে রাখ মারপ্যাঁচ চাবি।

বসেছিলাম সেই ঘূর্ণির মাঝে
যে ডাকার সে ডেকে নেবে
যে দেখার সে দেখে
লক্ষ্মীর দালাল ঠিক খুঁজে নেবে
তোমাকে বসাব যেইখানে।

স্নেহে-আনন্দে সন্ধ্যায়

(পৃথিবীর তাবৎ নেশাগ্রস্থ বন্ধুদের)

এখন আনন্দের নামে নতুন শব্দ কিনেছি
বৈতালিক অগোছালো বেশ একটু বাতিকগ্রস্থ
আনন্দের উষ্ণ নামে দীর্ঘায়ু কিনেছি

বহুদিন বেঁচে থাকবে আনন্দ
সম্ভব হলে চিরদিন- পৃথিবীর আয়ুর সমান।
এসব কথা যখনই ভেবেছি
আমার ভেতরে কীযে এক শিহরণ
নিজেকে তখন মানুষ বলে মনে হয়নি
আমার সৃষ্টি আনন্দ বেঁচে থাকবে
অনন্তের গায়ে ঠেশ দিয়ে যতদিন দুঃখ আছে
আমার রচিত আনন্দ বেঁচে রইবে
পৃথিবীর বুকে বুক লাগিয়ে যতদিন কষ্ট আছে।

দূরের আকাশে যখন কুয়াশা জমেছে
তখন আরো দূরে শয্যার ভিতর থৈ থৈ ব্যথা
সিরিঞ্জের সুঁই আর ভাঙা এ্যাম্পুলের গন্ধে
আনন্দ রক্তশিরায় খুব ঢেউ খেলে যায়
হামাগুড়ি দিয়ে সন্ধ্যা নামে সৌখিন নাগরিক বেশে
আর গভীর আনন্দে তখন অন্যএক সন্ধ্যা
দু'হাতে আগলে রাখে ঘুম ঘুম ঘোলা চোখ
বিষাক্ত দেহবুক এলোমেলো টলে যাওয়া পথ,
এমন আনন্দ আর কিনিনি যেন
বিষয়জ্ঞানের চেয়ে পৃথিবী ছড়িয়ে আছে এ্যাম্পুল স্নেহ।

মেঘের ওলান

নবীন জলের টান, টান টান ফেটে পড়ে
মেঘের ওলান।
আকাশ সাক্ষী দেবে, বাতাস সাক্ষী দেবে
বিষদাঁত ভেঙে ভেঙে জিহ্বারা সাক্ষী দেবে
রহস্যে মোড়া মানুষ
তোমার বুকের হাড়ে জ্বলে ওঠে
বিশ্ব আগুন।

মেঘের ধমক নিয়ে
চমকে উঠেছে চোখ
ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁই নাই বেদম ধমক!
রহস্যে মোড়া ওই ভূতুরে শামুক
তোমার খোলস ভেঙে শাঁস খায়
তাই তাই নেচে যায় হাঁসের পালক।

নায়কের ছবি

নায়কের ছবি খুব সুন্দর, নায়ক নায়ক
তোমাকে দেখেছিলাম পর্দার ভেতর
নায়কের মতো করে চেয়েছিলে
বলেছিলে কিছু কথা, কিছু গান গেয়েছিলে
নায়কের মতো।

পর্দার বাইরে এবার রেখেছ পা
পর্দার আড়ালে বেসেছ ভালো
বেপর্দা এ-জীবন সবকিছু জেনে যায়
নায়কের স্বভাব খুব সুদৃশ্য নয়।

মনধন জনগণ সব ভুলে খেলাছলে
বেড়ে ওঠে নায়কের মন
এবার গল্প হবে এবার স্বপ্ন হবে
এইবার গলে যাবে পর্দার জীবন।

দেহঘর রক্তপাখি

তোর জন্য পৃথিবীতে তেরোটি বিষণ্ন বসন্ত আর
একলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার রক্ত গোলাপ ফুটিয়েছি
সাংঘাতিক জ্বর হলে যেমন ঠোঁটে ফোটে জ্বরঠুটো
তেমনই অম্লান ফুটে রইল আমার প্রেম বুকে এবং যত্রতত্র
আমি ভুলে গেলাম কেন আমার জ্বর হলো
কেন আমি জ্বরঠুটো খুঁটে খুঁটে ক্ষত বাড়িয়ে তুলি।

আসলে প্রেম বিরহ নিয়ে কোনো কবিতা লিখতে চাইনি
ওসব বিষয় এতবেশি পুরোনো এবং আকাশস্পর্শী যে
আজতক যতপথ অতিক্রম করেছি তারও বেশি
পথ ভুল করেছি এপথে, কেউ আমাকে ক্ষমা করেনি,
এমন কী যে প্রেম ছিল নোনাজলের অতলান্তে সেও না।
যে মানুষেরা ঘর গড়ে ঘর ছাড়ে
তার দিকে সকরুণ বেদনার অসম্ভব পাখিরা
পাখা ঝাপটে আকুল ঝরায় কেন নিঃসঙ্গ পাখ!
মাথাকুটে একাকার করে যায় জলস্রোত ধারা
মানুষের সংসারে অনিয়ম বেড়ে গেছে বলে
তোর জন্য পৃথিবীতে গড়ব না নিবাস।

চোখের নির্জন নিচে এবং গভীর গোপন ঘরে
একটানা আকাশের গুঞ্জন, আলোর অশান্ত মুখ
পুড়ে পুড়ে ভরে দেয় পৃথিবীর বুক।
তোর জন্য যে চোখ করেছে শুরু অতৃপ্ত বিলাপ
তার অশ্রু গাঢ় হয়ে নেমে আসে ঠোঁটের দু'পাশ বেয়ে
তোর জন্য কোনো সম্ভাষণের নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে
পারিনি বলে অজস্র অপবাদ নিমগ্ন ঢেকে রাখে
অসংখ্য ক্রোধের দেশ, ভেঙে পড়ে জীবনের অকুণ্ঠ চিৎকার!
আজ আর কোনো চিকিৎসক নেই যে আমাকে সুস্থ করে
স্বরগ্রাম ধরে, যে আমাকে চিনিয়ে দেয় সোজাসুজি পথ।
আমি শুধু দেখতে চাই তুই আমার
বসন্ত আর গোলাপকে কতটা বাসিস ভালো,
কতটা বুকে করে গান গেয়ে উঠিস এই অশুদ্ধ সংসারে।

জ্বরে আমার পুড়ে যায় দেহঘর
সকল কপাট খুলে উড়ে যায় রক্তপাখি, তারপর
খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায় বসন্তের মৃত খোলস।

সুপশু অন্তর এক

স্মৃতি খুঁড়ে যে শস্যদানা তুলে আনি তার নাম জানি না
পিঠেতে বিপুল স্মৃতি ভারবাহী পশু এক হেঁটে যায়
কবে বনমহুয়ার নেশায় পড়েছিলাম ঢলে
কবে গান গাইতে গাইতে তোমারই গলায় দিয়েছিলাম মালা,
আকাশের দিকে হাত তুলে ডেকেছিলাম রাধাকৃষ্ণরাধা
সবকিছু ঘাইমারে আত্মার অন্তরে বাসা বেঁধে সংসার গড়ে তোলে
শেষে।
অরণ্য গভীর এক সঘন উত্তাপে
ঢেকে দিয়ে শরীরের সমগ্র ভূমি বলেছিলে,
কী রকম ধরে রাখি দেখ!
কিছুই হলো না দেখা, কেবল এক অদেখা স্বপ্নের সত্য ছিঁড়ে
দিন দিন সমুদ্র দিয়ে গেল ব্যথা
এ-জীবন খুব যেন পাল্টে ফেলি, দ্রুত হাঁটি কথা বলি বেশি
ভালো থাকা দেখাবার ছলনায় মরুভূমি আঁকি
সহস্র চোখ দেখে বেঁচে আছি
ঘনিষ্ট সহবাসে বেড়ে উঠি দ্বৈরথে একা।

পশু এক হেঁটে যায়, সুপশু বিপুল ভালো
স্নেহনীড় কাঁধে করে হেঁটে যায়,
যায়, যাবার বেলা সে পিছু ফিরে চায়
কাকে দেখে, নিরাসক্ত উচাটন গল্প বলার ঝোঁকে
নিজেকেই গল্পে গেঁথে তোলে।

নীল অপেরা

এই বসন্তে জাগ্রত মুখ
তোমার মুখে নক্সা করা চিত্রমালা
আমার মরণ একটু একটু খেয়ে নিচ্ছে
সমরসে ডুবিয়ে রাখা দৃষ্টিকণা

জীবন গুণে বখরা তুলি
এই যে আছি বেঁচেবর্তে দুঃখ সুখে
তার মতো কেউ আর পারে না
বাঁচিয়ে রাখতে মহাচক্রে
ডুব সাঁতারে পাগল করতে
জলধ্বনির আত্মহারা

বৃক্ষ থেকে রঞ্জিত রূপ
আলগোছে খায় রৌদ্রসবুজ
অসম্ভবের নীল অপেরা
নয়ন থেকে নয়ন তুলে তাকাও এবার
আমায় চেনা যত কঠিন
তারচেয়ে কি খুব কঠিন এই
ভ্রষ্টছায়া চিনতে পারা!
এই বসন্তে জাগ্রত মুখ তাকাও এবার
সব বয়সে এই তাকানো সহজ তো নয়।

সু-পুরুষ

সুস্থপ্রাণ পুরুষকে তুমি ভালোবাস নারী
তোমার ভেতরে আছে প্রজন্ম ভ্রূণ
তুমিও জন্ম দাও পৃথিবী।

ভগ্নস্বাস্থ্য আর অসুস্থ হৃদয় তোমাকে শুষে নেয়
প্রতিদিন টানাহেঁচড়া, প্রবল ক্ষুধায়
গোগ্রাসে গিলে খায় মৃত্তিকা বিরান
তবুও সুস্থপ্রাণ পুরুষের হৃদয় ভালোবাস নারী,
জন্ম দাও থৈ থৈ সংসার, বাড়া ভাতের প্রীতিগুচ্ছ
সাজানো শুভেচ্ছাময় প্রবল বন্ধন
সন্তান বুকে করে আঁকড়ে থাক এই কঠিন চৌকাঠ
দু'হাতের তালুতে জন্মজন্মান্তরের ভাগ্য কী দুর্ভাগ্য
লেখা থাক যত
সুস্থ পুরুষ চাই
সুস্থ পুরুষ আসুক মনের মতো।
সংসারের সবগুলো দেয়াল ভেঙে ফুটে উঠুক পুষ্প
তোমার রসুইখানায় ঝুল নয়, কালি নয়
থরে থরে সাজানো হোক প্রীতির গোলাপ
গৃহদোর আলো করে যুবরাজ ভঙ্গিমায়
প্রবেশ করুক সেই সুকৃতি পুরুষ
ধ্যান ভেঙে তুলে নিক লক্ষ্যভেদী বাণ
অতঃপর চারদিক প্রদক্ষিণ করে
তোমাকে গ্রহণ করুক সুযোগ্য সম্মানে
সুস্থ প্রাণের গানে ভরে দিক মাতাল ভুবন।

কসাইখানার অন্ধকারে

কসাইখানার তক্তপোশে চারটি যুবক গল্পে বসে
শিকে গাঁথা মাংসচাকা চন-মনিয়ে নাচছে পাশে
চারটি যুবক গল্প করে বাজায় তালি
খুবসে হাসে।
কসাইখানার তক্তপোশে ঝলসে ওঠে
ধারাল এক চাপাতি আর
মাংস কাটার ছন্দ নাচে
ঘচাং ঘচাং ঘচ ঘচ আর ঘুচুর ঘুচুর নাভিশ্বাসে
শব্দ আসে গন্ধ ভাসে
চারটি যুবক খুব জাঁকিয়ে হাসির তুফান দেয় মাতিয়ে
রক্ত ঝরা মাংস কেমন তাকিয়ে থাকে অন্ধকারে
কসাইখানার অন্ধকারে এই পৃথিবী হচ্ছে লোপাট
টুকরো টুকরো মাংস হয়ে সাত বাজারে দেয় ঝুলিয়ে
কসাইখানার অন্তরালে,
হাড় মাংসের বেচাকেনায় চারটি যুবক
খুব চুটিয়ে আড্ডা মারে খিস্তি করে
শক্ত মুঠোর গর্ভে শীতল নক্সা রুমাল রক্তে ভাসে
যুবকগুলোর গল্প জুড়ে রঙচটা ঘোর বৃষ্টি নামে।

xxxxxxxxxxxxxxx